আমাদের সন্তানদের শাসন

প্রথম শমূয়েল ২ অধ্যায় ১২-২৬ পদ

আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে আমরা দেখতে পাই, একদিকে, ইলকানা ও হান্নার ছেলে শমূয়েল শীলোতে সদাপ্রভুর সেবাকাজ সঠিকভাবে পালন করার দ্বারা (১৮-২১ পদ) উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সদাপ্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে অনুগ্রহ পেয়েছে (২৬ পদ)। কিন্তু অন্যদিকে, শীলোর যাজক এলীর দুই ছেলে, হফ্‌নি ও পিনহস সদাপ্রভুর সেবাকাজ করার নামে লোকদের ভয় দেখিয়ে যাজকদের প্রতি দানের ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করেছে (১২-১৭ পদ); কেবল তা-ই নয়, সমাগম তাম্বুর দ্বারে বিভিন্ন কাজ করার জন্য যে স্ত্রীলোকেরা থাকত, তারা তাদের সঙ্গে ব্যভিচারও করেছে (২২ পদ), এবং এই সমস্ত বিষয়ে পিতা এলির দ্বারা তাদের ভর্ৎসনা করা হলেও, তারা যখন পিতার কথায় কান দিতে অস্বীকার করেছে, তখন সদাপ্রভু তাদের বধ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন (২৩-২৫ পদ)।

এইভাবে, এই শাস্ত্রাংশে শমূয়েলের ইতিবাচক *(positive)* দিকগুলিকে (২:১১, ১৮-২১, ২৬) এলি ও তার সন্তানদের নেতিবাচক *(negative)* দিকগুলির (২:১২-১৭, ২২-২৫) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই তুলনার দ্বারা পাঠকদের কাছে শমূয়েলকে সেই যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, যে ৩ অধ্যায়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ বাক্য পেতে চলেছে এবং ইস্রায়েলের জীবনে রাজতন্ত্রের উত্থানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। অন্যদিকে, এলি ও তার সন্তানদের নেতিবাচক আচরণ তাদের প্রতি সদাপ্রভুর কঠোর বিচারের (২:২৭-৩৬; ৩:১১-১৪; ৪ অধ্যায়) ন্যায্যতা প্রদর্শন করেছে।

আজ যখন আমরা এই শাস্ত্রাংশ অধ্যয়ন করতে চলেছি, তখন এর দ্বারা খ্রীস্টবিশ্বাসী পিতা-মাতা হিসাবে আমরা আমাদের সন্তানদের লালন-পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে চলেছি। আর সেই দিকটি হল, সন্তানদের শাসন *(discipline)* বা নিয়মানুবর্তী হতে শিক্ষাদান। কারণ, পিতা-মাতা হিসাবে আমাদের নিজেদের শিষ্যত্বের জীবনে ও সন্তানদের শিষ্যত্বের জীবনে বৃদ্ধি পেতে খ্রীস্টীয় শাসন বা নিয়মানুবর্তিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এলি যখন তার সন্তানদের কুকর্মের কথা শুনেছিল, সে তার সন্তানদের ভর্ৎসনা করেছিল, ঠিক কথা; কিন্তু সে কেবল তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, যখন তার উচিৎ ছিল তাদেরকে সেই সেবাকাজের দায়িত্ব থেকে দূরীকৃত করা। মন্দ সন্তানদের পিতা হওয়াটা এলির অপরাধ ছিল না; এলির অপরাধ হল, সে নিষ্ক্রিয়ভাবে তাদের লালন-পালন করেছিল, এবং তাদের সঠিকভাবে প্রতিবাদ না করার দ্বারা সে তাদের দোষ ঢাকা দেবার কাজ করেছিল। পিতা-মাতা, আমরা যখন আমাদের সন্তানদের বিভিন্ন মন্দ আচরণ দেখি, তখন তাদের সেই মন্দ আচরণের পক্ষে যৌক্তিকতা (অজুহাত) খোঁজা নয়, পরিবর্তে আমাদের দায়িত্ব কঠোর হাতে তাদের সেই মন্দতা প্রদর্শন করা ও সেই মন্দ আচরণ থেকে ফিরতে তাদের চেতনা দেওয়া।

১। এলির সন্তানদের পাষণ্ডতা (১২-১৭): ১২ পদে এলির সন্তান, হফ্‌নি ও পিনহসের মন্দ জীবনের মূল কারণের কথা বলা হয়েছে, *"**এলির দুই পুত্র পাষণ্ড ছিল, তারা সদাপ্রভুকে জানত না।**"* এর অর্থ, তারা সদাপ্রভুর বিষয় জানত *(they knew about God)*, কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে সদাপ্রভুকে জানত না *(they did not know God personaly)*। তারা সদাপ্রভুর পবিত্র কাজে দায়িত্বভার পেয়েছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় সদাপ্রভু থেকে অনেক দূরে ছিল। তাই, তারা আবাসতাম্বুর বিভিন্ন যাজকীয় কাজ বৃদ্ধ পিতার সহকারী হয়ে পালন করত, কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য বা ইচ্ছার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আর তাই, তাদের কাছে সেই পরিচর্যাপদ ছিল নিজেদের স্বার্থচেষ্টার উপায় মাত্র। এই কারণে ১৩-১৬ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা কীভাবে লোকদের উপর জোর-জুলুম চালিয়ে, লোকদের দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলির উৎকৃষ্ট অংশ আদায় করত। সদাপ্রভু মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে যে বিধান (ব্যবস্থা) দিয়েছিলেন, সেই বিধানের অন্তর্গত লেবীয় পুস্তক অনুসারে যাজকরা লোকদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পশুর বুকের মাংস ও ডান-দিকের উরুর (জঙ্ঘা) মাংস ছিল যাজকের অংশ (লেবীয় ৭:২৮-৩৬); এবং দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক অনুসারে যাজকের অংশ ছিল কাঁধ, দুই গাল ও পাকস্থলীর মাংস (২য় বিবরণ ১৮:৩)। কিন্তু ১শমূয়েল ২:১৩-১৪ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যাজকের অংশ স্থির করতে শীলোতে একটি পৃথক পদ্ধতি চালু ছিল, আর তা হল, উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস যখন সিদ্ধ করা হত, তখন যাজকের দাস এসে ফর্ক *(fork)* দিয়ে সেই সিদ্ধ করা মাংসে গাঁথত, আর তাতে যা গাঁথত, সে তা যাজকের জন্য তুলে নিত। কিন্তু শীলোতে যাজকের দাসরা সেই ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, তাদের ভাগ্যে যা উঠত, তা না নিয়ে, সিদ্ধ মাংসের অগ্রিমাংশ বা উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করত; এবং তার মধ্যে মেদযুক্ত অংশও থাকত। কিন্তু ব্যবস্থানুসারে, উৎসর্গীকৃত পশুর মেদ বা চর্বি কেউ খেতে পারত না, কারণ তা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পোড়ানো হত (লেবীয় ৭:২৩-২৫, ৩১; ১৭:৬)। কেবল তা-ই নয়, খাদ্য প্রস্তুতের রীতিকেও তারা উল্টে দিয়েছিল: তারা দগ্ধ মাংস চাইত, সিদ্ধ মাংস নয়। আবার, সদাপ্রভুর অংশ তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করার আগেই তারা তাদের অংশ দাবি করার দ্বারা সদাপ্রভুর নৈবেদ্যকে অবজ্ঞা করত। লোকেরা যখন তাদের এই কাজে বাধা দিত, তখন তারা তাদের ভয় দেখিয়ে, জোর করে তাদের কাছ থেকে তা আদায় করত। ১৪ পদানুসারে, ***"ইস্রায়েলের যত লোক শীলোতে আসত, তাদের সকলের প্রতি তারা এইরূপ করত।"*** তাদের এমন আচরণ দেখে, ইস্রায়েলের সাধারণ মানুষ ঈশ্বর-আরাধনা, তথা শীলোতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গকরণে অনিচ্ছা প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ এলির দুই পুত্রের প্রতি ঈশ্বর রেগে গেলেন ও তাদের বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭ পদে বলা হয়েছে, ***"এইরূপে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ যুবকদের পাপ অতিশয় ভারী হল, কারণ লোকেরা সদাপ্রভুর নৈবেদ্য অবজ্ঞা করিত।"*** আজ আমরা কি কোনওভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে অমান্য করে ঈশ্বরের সন্তানদের উপর জোর-জুলুম চালাচ্ছি কিম্বা ঈশ্বর আরাধনার নামে আমাদের নিজেদের স্বার্থ পূর্ণ করে চলেছি?

২। শমূয়েলের দ্বারা সদাপ্রভুর সেবাকাজ (১৮-২১): এলির সন্তানরা এবং তাদের দাসরা যখন এমন মন্দ আচরণ করেছে, তখন শমূয়েল তাদের অনুসরণ করার পরিবর্তে, সদাপ্রভুর সামনে পরিচর্যা করেছে: ***"কিন্তু বালক শমূয়েল মসীনা-সূত্রের এফোদ পরিধান করে সদাপ্রভুর সামনে পরিচর্যা করত।"*** ১১ পদে যে কথা বলা হয়েছিল ***(বালকটি এলি যাজকের সামনে সদাপ্রভুর পরিচর্যা করতে লাগল)***, কিম্বা ৩:১ পদে আবার বলা হবে, এখানে সেই কথারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে 'পরিচর্যার' জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হারোণ ও তার সন্তানদের প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল (যাত্রা ২৮:৩৫, ৪৩; ২৯:৩০; গণনা ১:৫০) তা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত শব্দের প্রতিশব্দ। এই বয়সে শমূয়েল আবাসতাম্বুতে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের পাশাপাশি যে পরিচর্যা করেছিল বলে মনে হয়, তা হল, আবাসতাম্বুর স্থান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা, বেদির জন্য কাঠ ঠিক জায়গায় রাখা, পান করার জন্য ও পরিষ্কার করার জন্য জলের ব্যবস্থা করে রাখা, এবং প্রতিদিন সকালে সদাপ্রভুর গৃহের কবাট খোলা (৩:১৫)।

হান্নাও ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়নি। তাঁর অনুগ্রহে হান্না যে সন্তানকে পেয়েছে, তাকে হান্না সদাপ্রভুর সেবাকাজের জন্য উৎসর্গ করেছে, কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্বের কথা মনে রেখে, হান্না প্রতি বৎসর যখন স্বামীর সঙ্গে শীলোতে বাৎসরিক বলিদান করতে আসত, তখন শমূয়েলের জন্য এফোদের উপরে পরবার মসীনা-সূত্রের কাপড় তৈরী করে এনে দিত। এখন, শমূয়েল সম্বন্ধে ২৬ পদে যে কথা বলা হয়েছে, ***"বালক শমূয়েল উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সদাপ্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে অনুগ্রহ পেতেন,"*** তার প্রমাণ হিসাবে, যাজক এলি পর্যন্ত শমূয়েলের আচার-আচরণে সন্তুষ্ট হয়েছিল; আর তাই সে শমূয়েলের পিতা-মাতাকে আশীর্বাদ করেছিল: ***"এলি ইল্‌কানাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে এই আশীর্বাদ করল, <u>সদাপ্রভুকে যা দেওয়া হয়েছিল</u>, তাহার পরিবর্তে তিনি এই স্ত্রী হইতে তোমাকে আরও সন্তান দিন"*** (২০ পদ)। সদাপ্রভুও যাজক এলির আশিসবচন অনুসারে ইলকানা ও হান্নাকে আরও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাঁচটি সন্তান দিয়েছিলেন, *"আর সদাপ্রভু হান্নার তত্ত্বাবধান করলেন; তাহাতে সে গর্ভবতী হল, আর সে তিন পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব করল"* (২১ পদ)। এইভাবে দুটি পরিবারকে, একদিকে শমূয়েল ও তার পরিবার এবং অন্যদিকে এলি ও তার পরিবারকে এখানে খুব সুন্দরভাবে তুলনা করা হয়েছে।

আজ আমার আপনার পরিবার এদের মধ্যে কোন্ পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে? সবাই যখন ঈশ্বর আরাধনাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে, তখন শমূয়েল ও তার পরিবারের ন্যায় আমাদের পরিবার কি সত্যে ও আত্মায় তাঁর আরাধনা করে? আমাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কি আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনায় ক্রন্দন করি? প্রার্থনার সদুত্তর পাবার পর কি আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে, তা পালন করি? আমাদের সন্তানরা কি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে জানে? ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে ও তাঁর অনুগ্রহকে স্বীকার করে কি আমরা আমাদের আধাত্মিক দায়িত্ব পালন করি? না-কি, ঈশ্বর আরাধনার নামে ভণ্ডামি করে চলেছি? ঈশ্বরের সেবাকাজের নামে নিজেদের উদর পূর্ণ করছি (রোমীয় ১৬:১৮; ফিলিপীয় ৩:১৯; ১পিতর ৫:২)? তাদের সেই মন্দ জীবন দেখেও কি আমরা চোখ বন্ধ করে তাদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি? প্রতিবাদ করার পরিবর্তে আমরা কি আমাদের পরিবারের সদস্যদের সেই সমস্ত মন্দ আচরণের প্রতি হালকা মনোভাব প্রকাশ করছি?

৩। এলির বৃদ্ধ বয়সের নিষ্ক্রিয়তা (২২-২৫): ২:১২-১৭ পদে এলির পুত্রদ্বয়ের দ্বারা সাধিত সদাপ্রভুর গৃহে যে সমস্ত মন্দ আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পিতা এলি কি সে বিষয়ে কিছুই জানত না? ২২ পদানুসারে, তাদের সেই সমস্ত কাজের কথা এবং সমাগত তাম্বুতে কর্মরতা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাদের ব্যভিচারের সম্পর্কের কথাও এলি জানত। ২২ পদে বলা হয়েছে, *"এলি খুব বুড়ো হয়েছিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের প্রতি তার ছেলেরা যা যা করে, সে সমস্ত কথা, এবং সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সেবার্থে শ্রেণীভূতা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তারা শয়ন করে, সে কথা সে শুনতে পেল।"* যাত্রাপুস্তক ৩৮:৮ পদে আমরা সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সেবার্থে এই সমস্ত শ্রেণীভূত স্ত্রীলোকদের কথা পাই। আবার ২ রাজাবলি পুস্তকে যোশিয় রাজার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, সে *"সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত পুংগামীদের সেই কুঠরী সকল ভেঙ্গে ফেলেছিল, যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরার জন্য ঘর বুনত"* (২রাজা ২৩:৭)। যাইহোক, সদাপ্রভুর গৃহে তার পরিচর্যা-কারীদের দ্বারা এমন কাজকে কখনও বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু তাদের সেই পাষণ্ডতার কথা জেনেও বৃদ্ধ এলি তাদের প্রতি কী প্রকার আচরণ করেছিল? ২৩ ও ২৪ পদে এলি তার সন্তানদের তিরষ্কার করে বলেছে, *"তোমরা কেন এমন ব্যবহার করছ? আমি এই সমস্ত লোকের কাছে তোমাদের মন্দ আচরণের কথা শুনছি। হে আমার পুত্রগণ, না না, আমি যে জনরব শুনতে পাচ্ছি, তা ভালো নয়; তোমরা সদাপ্রভুর প্রজাদের আজ্ঞা-লঙ্ঘন করাচ্ছ।"* এলির কথানুসারে, কেবল তারাই যে পাপ করছে, তা নয়; তাদের দ্বারা সদাপ্রভুর প্রজারাও সদাপ্রভুর আরাধনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে বা পাপ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। এখানে আমরা একজন সাধারণ বিশ্বাসীর পাপাচরণের সঙ্গে প্রভুর পরিচর্যাকারীর পাপাচরণের মধ্যে প্রভাবগত পার্থক্য উপলব্ধি করি। প্রভুর কোনও দাস যখন ক্রমশ পাপচরণের জীবন যাপন করে, তখন তার প্রভাব সুদূর প্রসারী; তাকে দেখে অন্যান্য সাধারণ বিশ্বাসীরাও তাকে অনুসরণ করবার ইচ্ছা পায় কিম্বা ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে সাহস পায়। তাই, প্রভুর গৃহে পরিচর্যাকারী আমাদের প্রতিটি চিন্তা, কথা, বা আচরণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বণ করা প্রয়োজন। কারণ, আমাদের মুখ ফসকে বেড়িয়ে আসা একটি সামান্য কথা, বা পর-সমালোচনা, বা কটূক্তি, বা নোংরা হাস্যকৌতুক, বা অশালীন ভাষা সাধারণ বিশ্বাসীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

কিন্তু কেবল কথার দ্বারা তাদের তিরষ্কার করাই কি যথেষ্ট ছিল? বিশেষ করে ২৫ পদে এলি যখন তাদের এমন কথা বলেছে যে, *"মানুষ যদি মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে ঈশ্বর তার বিচার করবেন; কিন্তু মানুষ যদি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে তার জন্য কে বিনতি করবে?"* এলির পুত্ররা যে পাপ করেছিল, তা ছিল মূলতঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে: *"এইরূপে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ যুবকদের পাপ*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অতিশয় ভারী হইল, কেননা লোকেরা সদাপ্রভুর নৈবেদ্য অবজ্ঞা করিত'' (১৭ পদ)। তাই তাদের কোনও আশাই অবশিষ্ট ছিল না। পিতা তাদের তিরষ্কার করা সত্ত্বেও *"তারা তাদের পিতার বাক্যে কর্ণপাত করত না''* (২৫খ)। মিসর রাজ ফরৌণ যেমন মোশির দ্বারা একাধিকবার সতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও হৃদয় কঠিন করেছিল; এলির পুত্ররাও তাই করেছে। আর তাই সদাপ্রভু মিসররাজের প্রতি যা করেছিলেন, এদের প্রতিও তাই করলেন, *"কারণ তাদের বধ করা সদাপ্রভুর অভিপ্রেত ছিল''* (২৫গ)। সার্বভৌম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিকল্পনায় যখন সমস্ত ঘটনা সাধন করে চলেছেন, তখন আমরা যদিও তা প্রতিরোধ করতে পারি না, ঠিক কথা; কিন্তু তিনি যখন আমাদের পরিবারের কারুর দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপকে দেখিয়ে দেন, তখন কি আমরা তাদের শাসন করব না, বা তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব না? তিরষ্কার করেও যখন কোনও কাজ হয়নি, তখন কি এলির উচিৎ ছিল না, তাদেরকে সেই দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করা? তারা তার সন্তান হওয়ায় এলি তাদের প্রতি সেই পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, নিষ্ক্রিয়তাই এলির অপরাধ। সে হয়ত তার বয়সের অজুহাত দেখাতে পারে, কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ পিতা হিসাবে সে তার সন্তানদের সঠিকভাবে গড়তে এতকাল ব্যর্থ হয়েছে;আর তাই শেষ বয়সে সে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতেও ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা যখন হিতোপদেশ পাঠ করি, তখন আমরা অবাক হয়ে যাই, কারণ সন্তানদের শাসন করার বিষয় বারংবার এই পুস্তকে বলা হয়েছে: *"সন্তান, সদাপ্রভুর শাসন তুচ্ছ কোরো না, তাঁর অনুযোগে ক্লান্ত হয়ো না; কারণ সদাপ্রভু যাকে প্রেম করেন, তাকেই শাস্তি প্রদান করেন, যেমন পিতা প্রিয় পুত্রের প্রতি করেন''* (৩:১১-১২)। *"কারণ আজ্ঞা প্রদীপ ও ব্যবস্থা আলোক, এবং শিক্ষাজনক অনুযোগ জীবনের পথ''* (৬:২৩)। *"যে শাসন ভালোবাসে, সে জ্ঞান ভালোবাসে; কিন্তু যে অনুযোগ ঘৃণা করে, সে পশুর ন্যায়''* (১২:১)। *"জ্ঞানবান পুত্র পিতার শাসন মানে, কিন্তু নিন্দক ভর্ৎসনা শুনে না''* (১৩:১)। *"যে লাঠি ব্যবহারে বিরত থাকে, সে পুত্রকে দ্বেষ করে; কিন্তু যে তাকে প্রেম করে, সে সযত্নে শাসন করে''* (১৩:২৪)। *"যে শাসন অমান্য করে, সে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে, কিন্তু যে অনুযোগ শোনে, সে বুদ্ধি উপার্জন করে''* (১৫:৩২)। *"তোমার পুত্রকে শাসন কর, কারণ আশা আছে, তোমার প্রাণ তার মৃত্যু ঘটাবার বাসনা না করুক''* (১৯:১৮)। *"বালকের হৃদয়ে অজ্ঞানতা বাঁধা থাকে, কিন্তু শাসনের লাঠি তা তাড়িয়ে দেয়''* (২২:১৫)। *"অনুযোগের লাঠি প্রজ্ঞা দেয়, কিন্তু অশাসিত বালক মাতার লজ্জাজনক''* (২৯:১৫)। *"তোমার পুত্রকে শাস্তি দেও, সে তোমাকে শান্তি দেবে, সে তোমার প্রাণকে আনন্দিত করবে''* (২৯:১৭)।

তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী পিতা-মাতা হিসাবে, আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্যোনুসারে শাসন করি। **প্রথমত**, সন্তানরা যেন উপলব্ধি করে যে, খ্রীস্টীয় পিতামাতা হবার কারণে আমরা তাদের এমন শাসন করছি (অবিশ্বাসীরা না-ও করতে পারে)। **দ্বিতীয়ত**, সন্তানরা যেন সম্পূর্ণ সত্য স্বীকার করে ও তারা তাদের অপরাধ উপলব্ধি করে। **তৃতীয়ত**, ঈশ্বরের বাক্য থেকে তাদের পাপ বা অপরাধকে চিহ্নিত করতে হবে (যেমন, চুরি বা মিথ্যা কথাকে যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে)। **চতুর্থত**, ঈশ্বরের আজ্ঞার মধ্যে তাঁর ভালোবাসাকে তুলে ধরতে হবে। **পঞ্চমত**, যার বিরুদ্ধে সে অপরাধ করেছে, তার কাছে যেতে ও ক্ষমা চাইতে, তাকে সাহস যোগাতে হবে।

আসুন, বিশ্বাসী পরিবার হিসাবে কেবল কথায় নয়, কিন্তু আচার-ব্যবহারে অবিশ্বাসী পরিবারের থেকে আমাদের পার্থক্য তুলে ধরি। কারণ প্রভু আমাদেরই পরিবার থেকে শমূয়েলের মতো সন্তানদের তুলতে ও ব্যবহার করতে চান।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com